ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনুল খাত্তাব রা.

(শেষ খণ্ড)

খলিফাতুল মুসলিমিন

উমর

ইবনু ইবনুল খাত্তাব রা.

[শেষ খণ্ড]

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫২০, US $ 15, UK £ 10

প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
নামলিপি : সাইফ সিরাজ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 9 780692 820643

UMAR IBN KHATTAB RA.[2nd]
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থ ও বিচারবিভাগ এবং উমরের শাসনামলে এর উন্নতিসাধন ১১

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা ১৩

এক : উমরের খিলাফতকালে রাজস্বখাত ১৩

দুই : ইসলামি বায়তুলমাল ও দিওয়ানব্যবস্থাপনা ৫২

তিন : ফারুকি শাসনামলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়খাত ৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা ৭১

এক : বিচারপতিদের নামে উমরের গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ৭৫

দুই : বিচারক নিয়োগ, তাদের বেতন ও বিচারকার্যের পরিধি ৭৯

তিন : বিচারকের গুণাবলি ও তার দায়িত্ব ৮২

চার : বিচারিক বিধানাবলির মূলনীতি ৯১

পাঁচ : বিচারক যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন ৯৫

ছয় : উমর প্রদত্ত কিছু শাস্তির দৃষ্টান্ত ১০০

সাত : অপব্যবহার রোধে ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তক্ষেপ ১১২

আট : এক বৈঠকে তিন তালাককে তিনটিই গণ্য করতেন ১১৫

নয় : মুতা-বিয়ে হারাম হওয়া প্রসঙ্গ ১১৭

দশ : উমরের ফিকহি কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ১২০

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে ফারুকি কর্মপদ্ধতি ১২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের প্রদেশ (বিভাগ) ১২৭

এক : মক্কা মুকাররামা ১২৭
দুই : মদিনা ১২৮
তিন : তায়েফ ১২৯
চার : ইয়ামেন ১৩০
পাঁচ : বাহরাইন ১৩১
ছয় : মিসর ১৩৪
সাত : সিরিয়ার রাজ্যসমূহ ১৩৫
আট : ইরাক ও পারস্যপ্রদেশ ১৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উমরের খিলাফতকালে প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগপদ্ধতি ১৪৮
এক : গভর্নর নির্বাচনে উমরের মানদণ্ড ও অপরিহার্য শর্তাবলি ১৪৯
দুই : প্রাদেশিক গভর্নরদের গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি ১৫৮
তিন : গভর্নরদের অধিকার ১৬২
চার : গভর্নরদের দায়িত্ব ১৬৮
পাঁচ : অনুবাদবিভাগ ও গভর্নরদের রুটিন ১৮১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাজ্য-প্রশাসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্তকমিটি ১৮৩
এক : রাজ্য-প্রশাসকদের পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত ১৮৩
দুই : প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের ব্যাপারে জনসাধারণের অভিযোগ ১৮৯
তিন : রাজ্য-প্রশাসকদের দেওয়া সাজার ধরন ২০১
চার : খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অপসারণের ঘটনা ২০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফারুকি যুগে ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয় ২২৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ ২২৫
এক : আবু উবায়েদ সাকাফির নেতৃত্বে ইরাকযুদ্ধ ২২৫
দুই : নামারিক, সাকাতিয়া ও বারুসমাযুদ্ধ ২২৮
তিন : ১৩ হিজরির জাসর বা সেতুযুদ্ধ ২৩৩
চার : ১৩ হিজরিতে বুওয়াইবের রণক্ষেত্র ২৩৭

পাঁচ : বাজারে অতর্কিত আক্রমণ ২৪৮
ছয় : মুসলমানদের ধারাবাহিক বিজয় ও পারসিকদের প্রতিক্রিয়া ২৫৩
সাত : মুসান্নার প্রতি উমরের উপদেশ ২৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কাদিসিয়ার যুদ্ধ **২৫৭**
এক : ইরাকযুদ্ধে সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্ব ২৫৮
দুই : পারস্যসম্রাটের সঙ্গে আলোচনায় প্রতিনিধি প্রেরণ ২৭৭
তিন : রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত ২৮২
চার : রণপ্রস্তুতি ২৮৯
পাঁচ : কাদিসিয়াযুদ্ধের শিক্ষা ৩২০
ছয় : মাদায়েন বিজয় ৩৩৩
সাত : জালুলা অভিযান ৩৪৬
আট : রামহরমুজ বিজয় ৮৫১
নয় : তুসতার (তুশতুর) বিজয় ৩৫২
দশ : জুনদি সাবুর (গুনদিশাপুর) বিজয় ৩৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নাহাওন্দ অভিযান [ফাতহুল ফুতুহ বা মহাবিজয়] **৩৫৯**
এক : নাহাওন্দ অভিযানে সম্পর্কে উমরের বিচক্ষণতা ও পদক্ষেপ ৩৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পূর্বাঞ্চলে বিজয়ের দ্বার উন্মোচন **৩৬৭**
এক : ২২ হিজরিতে হামাদানের দ্বিতীয় বিজয় ৩৬৭
দুই : ২২ হিজরিতে রায় বিজয় ৩৬৮
তিন : ২২ হিজরিতে কোমিস ও জুরজান বিজয় ৩৬৯
চার : ২২ হিজরিতে আজারবাইজানেব বিজয় ৩৬৯
পাঁচ : ২২ হিজরিতে আলবাব বিজয় ৩৭০
ছয় : তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ৩৭১
সাত : ২২ হিজরিতে খোরাসানযুদ্ধ ৩৭২
আট : ২৩ হিজরির ইসতিখার বিজয় ৩৭৭
নয় : ২৩ হিজরিতে ফাসা ও দারু আবজারদ বিজয় ৩৭৭
দশ : ২৩ হিজরিতে কিরমান ও সিজিস্তান বিজয় ৩৭৮

এগারো: ২৩ হিজরিতে মাকরান বিজয় ৩৭৮
বারো : কুর্দিদের সঙ্গে যুদ্ধ ৩৭৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তাৎপর্য ৩৮১
এক : মুজাহিদদের অন্তরে কুরআন-হাদিসের প্রভাব ৩৮১
দুই : আল্লাহর পথে জিহাদের কিছু ফলপ্রসূ দিক ৩৮৫
তিন : ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে আল্লাহর নিয়মের বহিঃপ্রকাশ ৩৮৫
চার : আহনাফ ইবনু কায়েসের ঐতিহাসিক ভূমিকা ৩৯১

সপ্তম অধ্যায়
সিরিয়া, মিসর ও লিবিয়া বিজয় ৩৯৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
সিরিয়া বিজয় ৩৯৩
এক : দামেশক বিজয় ৩৯৯
দুই : ফিহলযুদ্ধ ৪০৫
তিন : বিসান ও তাবারিয়া বিজয় ৪১১
চার : ১৫ হিজরিতে হিমসের যুদ্ধ ৪১১
পাঁচ : ১৫ হিজরিতে কিন্নাসরিনের যুদ্ধ ৪১৩
ছয় : ১৫ হিজরিতে কায়সারিয়ার যুদ্ধ ৪১৩
সাত : ১৬ হিজরিতে বায়তুল মাকদিস বিজয় ৪১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মিসর ও লিবিয়ার বিজয়সমূহ ৪৩৬
এক : ইসলামি বিজয়ধারা মিসরের দিকে ৪৩৮
দুই : আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ৪৪৪
তিন : বারকা ও ত্রিপোলি বিজয় ৪৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মিসর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪৫২
এক : উবাদা ইবনুস সামিত আনসারির দূতিয়ালি ৪৫২
দুই : মিসরের বিজয়সমূহে সমরকুশলতা ৪৫৭
তিন : উমরের কাছে বিজয়ের সুসংবাদ ৪৬১

চার : উমর ফারুক রা. এবং অঙ্গীকার পূরণ ৪৬২
পাঁচ : আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. ৪৬৪
ছয় : আমিরুল মুমিনিনের জন্য মিসরে বিশ্রামাগার ৪৬৫
সাত : আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার কি মুসলমানরা পুড়িয়েছে ৪৬৫
আট : পোপ বেনজামিনের সঙ্গে আমর ইবনুল আসের সাক্ষাৎ ৪৬৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফারুকি যুগে বিজয়াভিযান : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪৬৯

এক : ইসলামি বিজয়ের প্রকৃতি ৪৬৯
দুই : বাহিনী-প্রধান বাছাইয়ে ফারুকি পদ্ধতি ৪৭১
তিন : উমরের চিঠিপত্রে আল্লাহ, বাহিনী-প্রধান এবং সেনাদের ... ৪৭৪
চার : দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব ৪৮৯
পাঁচ : উমরের সঙ্গে রাজা-বাদশাহদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ৪৯৫
ছয় : উমরের বিজয়ের ফলাফল ৮৯৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উমরের জীবনের শেষ দিনগুলো ৪৯৯

এক : ফিতনা সম্পর্কে উমর ও হুজায়ফার মধ্যে কথোপথন ৪৯৯
দুই : উমরের শাহাদাত ও নতুন নেতৃত্বের জন্য উপদেষ্টা-পরিষদ গঠন ৫০৫
তিন : পরবর্তী খলিফার জন্য উমরের অসিয়ত ৫১৩
চার : জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ৫২০
পাঁচ : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তাৎপর্য ৫২৬

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থ ও বিচারবিভাগ এবং উমরের শাসনামলে এর উন্নতিসাধন

- অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা
- বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা

এক. উমরের খিলাফতকালে রাজস্বখাত

খিলাফতে রাশিদার শাসনামলে মুসলমানরা ধনসম্পদ সর্বতোভাবে আল্লাহর নিয়ামত মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষ কেবল তার পাহাদার ও প্রতিনিধি। আল্লাহর শর্ত ও সীমার প্রতি লক্ষ রেখেই তা ব্যয় করা যেতে পারে। তাই তো কুরআনে সম্পদের ব্যবহার-সংক্রান্ত সব ধরনের বিধান বিন্যস্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং ব্যয় করো সে সম্পদ থেকে, যার প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। [সূরা হাদিদ : ৭]

তিনি আরও বলেন,

> হে ইমানদারগণ, আমি তোমাদের যা কিছু দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করো। [সূরা বাকারা : ২৫৪]

কল্যাণকর্ম ও নেকির আলোচনায় আল্লাহ বলেন,

> যে ব্যক্তি সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও তা নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে দান করে ও বন্দিমুক্তিতে ব্যয় করে। [সূরা বাকারা : ১৭৭]

সুতরাং ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা এ কথার স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, ব্যক্তির অর্জিত সম্পদ আল্লাহরই দেওয়া রিজিক।

তিনি আরও বলেন,

> আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিজিক এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু। [সুরা জারিয়াত : ২২]

ধনসম্পদ আল্লাহর। কেননা, তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে এই স্বীকারোক্তিই তাঁর বান্দাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণের প্রেরণা জোগায়।[১]

এই ইমান, বোধ ও বিশ্বাসের কারণেই উমরের খিলাফতকালে রাজস্বখাতে প্রশস্ততা আসে। ইসলামি সালতানাতের অধীনে বড় বড় শহর বিজিত হয় এবং রাজস্ব আয় বেড়ে যায়। আর বিভিন্ন জাতি-গোত্র তাদের সামনে শিরাবনত হয়। উমর রা. তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পথ সুগম করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ধির মাধ্যমে ইসলামি খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। আবার অনেককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিতে হয়।

এসব বিজয়ের ফলে ইসলামি সালতানাত এমন কিছু ভূমি লাভ করে, যেগুলো বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের ফলে বিজিত হয়েছে। আবার এমন ভূমিও হস্তগত হয়েছে, যেগুলো সেখানকার অধিবাসীরা সন্ধি ও শান্তির লক্ষ্যে ইসলামি সালতানাতের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। এ ছাড়া এমন কিছু ভূমিও মুসলমানদের হাতে আসে, যেগুলোর মালিকরা অন্যত্র পুনর্বাসিত করা হয়েছিল; অথবা সেগুলো পূর্বকার শাসক-জায়গিরদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ওই সব বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আহলে কিতাব—অর্থাৎ ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানও ছিল। এ জন্য উমর রা. তাদের সঙ্গে আল্লাহর দেওয়া শরিয়তের বিধানের আলোকে আচরণ করেন। তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দিওয়ান-দপ্তরের আঙ্গিকে বিন্যাস করে এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটান—হোক তা রাজস্ব-সংক্রান্ত বা ব্যয়খাতবিষয়ক কিংবা মানবাধিকারবিষয়ক। উমরের খিলাফতকালে দেশীয় রাজস্বের পরিমাণ যখন ধাপে ধাপে বাড়তে শুরু করে, তিনিও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় তাতে সমৃদ্ধি ঘটাতে থাকেন। এবং এসবের দেখাশোনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি কর্মচারী নিয়োগ দিতে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বখাতের অন্যতম ছিল জাকাত, গনিমত, ফাই, জিজয়া, খারাজ ও ব্যবসায়ীদের আয়কর। তিনি এসব রাজস্বখাতের উন্নতিকল্পে জোর দেন এবং শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে যারা এর অধিক হকদার, তাদের অগ্রাধিকার দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু ইজতিহাদ করেন। কেননা, তাঁর শাসনামলে এমন কিছু

[১] *দিরাসাতু ফিল হাজারাতিল ইসলামিয়া* : ২৫৩, আহমাদ ইবরাহিম শারিফ।

নতুন বিষয় দেখা দেয়, যার অস্তিত্ব রাসুলের যুগে ছিল না।[২]

উমর রা. কিতাব ও সুন্নাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কোনো ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধার ওপর নিজের সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিতেন না। প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন না যে, নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি মুসলমানদের সমবেত করে সবার কাছে পরামর্শ চাইতেন। তারপর সবার মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতেন।[৩]

যাইহোক, তাঁর শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বখাতগুলোর ওপর এখানে সবিস্তার আলোকপাত করা হচ্ছে :

১. জাকাত

ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে জাকাত হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একটি স্তম্ভ এবং প্রথম আসমানি আইন। ধনীদের সম্পদে তা ফরজ করা হয়েছে। শস্য, ফল, স্বর্ণ, রুপা, বাণিজ্যপণ্য ও চতুষ্পদ জন্তুর নির্ধারিত নিসাবের অনুপাতিক হার তাদের থেকে সংগ্রহ করে গরিব-মিসকিন ও অভাবীদের দেওয়া হবে, যাতে ধনী-গরিব নির্বিশেষ সবার মধ্যে পারস্পরিক সমতা, একতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। তারা সুখে-দুঃখে একে অপরের অংশীদার হতে পারে।

মোটকথা, জাকাত শরয়ি এমন এক আবশ্যিক বিধান, যা সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সম্পদ এমন বস্তু, যাকে জীবনের মেরুদণ্ড জ্ঞান করা হয়। জগতে এমন বহু মানুষ রয়েছে, যারা সম্পদের বেলায় সৌভাগ্যবান। আবার এমনও অনেক মানুষ আছে, এ ব্যাপারে নিয়তি যাদের সহায় হয়নি। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন ব্যবধান আল্লাহরই নিয়ম। তাঁর নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে না কিছুতেই। যেহেতু মানুষের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ধনসম্পদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের উপায় নেই, তাই ইসলাম তার বিধিবিধানে সম্পদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সর্বোচ্চ মাত্রার জোর দিয়েছে জাকাতের ক্ষেত্রে। এ লক্ষ্যে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাদীপ্ত ও সহনশীল ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, যার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে জন্ম নেয় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি।[৪]উমর ফারুক রা. রাসুল ﷺ ও আবু বকর সিদ্দিকের পথ ও কর্মপন্থার

---

[২] *দিরাসাতু ফিল হাজারাতিল ইসলামিয়া*, আহমাদ ইবরাহিম শারিফ : ২৫৪।

[৩] *মাবাদিউন নিজামিল ইকতিসাদিল ইসলামি*, ড. সাআদ ইবরাহিম সালিহ : ২১৩।

[৪] *সিয়াসাতুল মালি ফিল ইসলাম ফি আহদি উমর ইবনিল খাত্তাব*, আবদুল্লাহ জামআন সাদি : ৮।

আলোকে আমল করেন। গঠন করেন 'বায়তুজ জাকাত বা জাকাতবিভাগ'। বিজিত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলে তিনি ইসলামি শাসনাধীন বিভিন্ন এলাকায় জাকাত উসুলের জন্য কর্মকর্তা পাঠান। জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ ছিল খিলাফতে রাশিদার স্বতন্ত্র গুণ। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোনোরূপ গড়বড়ের বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও ছিল না। ইনসাফভিত্তিক এই ব্যবস্থাপনায় সতেজতা আনতে উমর রা. তাঁর জাকাত উসুলকারী হুঁশিয়ার করতেন। অধিক দুধেল ও বড় স্তনবিশিষ্ট বকরি উসুলের কারণে তাদের ধমক দিতেন। তিনি বলেছেন, 'এই বকরির মালিক এটা তোমাকে খুশিমনে দেয়নি। মানুষকে দুর্দশায় ফেলো না।'[৫]

সিরিয়ার কিছু লোক উমরের কাছে এসে বলল, 'আমরা কিছু সম্পদ, ঘোড়া ও দাস পেয়েছি; নিজেদের সম্পদ পবিত্র রাখতে সেগুলোর জাকাত দিতে চাই।' তিনি বললেন, 'আমার পূর্বে আমার সঙ্গীদ্বয় যা করেছেন, আমি তা-ই করব।' এরপর তিনি রাসুলের সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চান। তাঁদের মধ্যে আলি রা.-ও ছিলেন। তিনি বললেন, 'এটা ভালো প্রস্তাব। তবে শর্ত হচ্ছে, নির্ধারিত অংশটি যেন জিজয়ার আদলে না হয়, যাতে আপনার পরেও তা উসুল করা যায়।'[৬]

ড. আকরাম জিয়া আল উমরি লেখেন, যখন মুসলমানদের মালিকানায় ঘোড়া ও দাস অধিক মাত্রায় আসতে লাগল, তখন ওই সব ঘোড়া ও দাসের জাকাত নেওয়ার ব্যাপারে সাহাবিগণ উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে পরামর্শ দেন। তিনি সাহাবিদের পরামর্শে ঘোড়া ও দাসকে বাণিজ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করে ছোট-বড় যেকোনো দাসের ক্ষেত্রে এক দিনার—যার সমমান ছিল ১০ দিরহাম—জাকাত নির্ধারণ করেন। এদিকে আরবি ঘোড়ার ওপর ১০ দিরহাম আর অনারবি ঘোড়ার ওপর পাঁচ দিরহাম জাকাত নির্ধারণ করেন। তাঁর এই পদক্ষেপ এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, সেবক দাস আর জিহাদের জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার ক্ষেত্রে তিনি জাকাত নেননি। কেননা, সেগুলো বাণিজ্যপণ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যারা সেবক দাস ও জিহাদের ঘোড়া থেকে জাকাত আদায় করত, তিনি তার বিনিময়ে ২ কুইন্টাল ৯ কিলো গম দিতেন। এই পরিমাণ ছিল জাকাতের মূল্যের তুলনায় বেশি। উমর রা. এই নীতি গ্রহণের কারণ হচ্ছে রাসুলের হাদিস,

মুসলমানদের ওপর তার ঘোড়া ও দাসের জাকাত নেই।[৭]

---

[৫] *মুআত্তা মালিক* : ১/২৫৬; *আসরুল খিলাফাতির রাশিদা* : ১৯৪।

[৬] *মুসনাদু আহমাদ* : হাদিস নং-৮২ [সনদ বিশুদ্ধ। *আল-মাউসুআতুল হাদিসিয়্যা*]।

[৭] *সুনানুত তিরমিজি* : হাদিস নং-৬২৮ [ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটির ওপর আলিমগণের কর্মধারা